12 MAY 2003

দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 12 MAY 2003
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বঙ্গবন্ধু গবেষণা পরিষদ বিগত ও বর্তমান আমলেও কাজ পেয়েছে

ময়মনসিংহে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্পের কাজে চলছে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতি

মোঃ শামসুল আলম খান ঃ

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতরের পিএলসি প্রকল্পে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সরেজমিনে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, পিএলসি প্রকল্পে প্রথম ফেজে ময়মনসিংহ জেলার যে এনজিও কাজ করছে, তাদের কাজে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতি চলছে। সূত্রমতে, তারা বিশাল অঙ্ক বরচ করে কাজ পেয়েছে বলেই কাজে অনিয়ম করছে। জানা গেছে, সম্প্রতি ২য় ফেজেও গণশিক্ষা উপদেষ্টার দফতর থেকে প্রেরিত তালিকা অনুযায়ী এনজিওদের কাজ দেয়া হয়েছে যদিও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতরে প্রকল্প প্রস্তাব গ্রহণ করে একটি পাতানো বাছাই প্রক্রিয়া চালু রাখা হয়। দেখা গেছে, অভিজ্ঞতা বা যোগ্যতার কিনিখে নয়, যারা গণশিক্ষা উপদেষ্টার একজন ক্ষমতাশালী কর্মকর্তার প্রণীত তালিকায় নাম লেখাতে পারেন তারাই কাজ পান। বিগত সরকারের আমলে উপানুষ্ঠানিক অধিদফতরের বিভিন্ন প্রকল্পে ব্যাপক লুটপাট হয়েছে। পিএলসি'র ২য় পর্যায়ে একইভাবে সাইনবোর্ডসর্বস্ব গণশিক্ষায় অনভিজ্ঞ এনজিওদের কাজ দেয়ার বিষয়টি নিয়ে এনজিও মহল এখন বিক্ষুব্ধ। ময়মনসিংহে যে সকল স্থানীয় এনজিও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্পের কাজ করে সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে, তাদের বাদ দিয়ে গণশিক্ষায় অনভিজ্ঞ এবং দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত এনজিওকে এ প্রকল্পে সিধিবহির্ভূতভাবে কাজ দেয়া হয়েছে। এনজিও বাছাই প্রক্রিয়ায় মনিটরিং রিপোর্টের মূল্যায়ন, এনজিও পারফরমেন্স, আর্থিক শৃঙ্খলা ইত্যাদির বিবেচনা ভিত্তিতে এনজিও নির্বাচন করার কথা থাকলেও গোপন তালিকার ভিত্তিতে ২য় পর্যায়েও এনজিও নির্বাচন করা হয়েছে। জানা গেছে, মন্ত্রী-সংসদ সদস্যের সুপারিশও অনেক ক্ষেত্রে উপেক্ষিত হয়েছে। গণশিক্ষা বিভাগের একজন কর্মকর্তার গোপন তৎপরতায় তার আশীর্বাদপুষ্ট এনজিওরা কাজ পেয়েছে। এ ব্যাপারে নাম না প্রকাশ করার শর্তে একাধিক এনজিও সূত্র জানিয়েছে, হাই রেট দিতে না পারলে ঐ তালিকায় নাম তোলা যায় না। অন্যদিকে বিপুল অর্থ খরচ করে যারা কাজ পায়, তারা কাজে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতি করে সেই অর্থ পুষিয়ে নেয় বলে জানা গেছে। এ পরিস্থিতিতে গণশিক্ষা কার্যক্রম মুখ থুবড়ে পড়েছে। কোটি কোটি টাকা লুটপাট হচ্ছে। ১ম ফেজে যে ১৬টি এনজিও ময়মনসিংহে কাজ করেছে, মাঠ পর্যায়ে তাদের কোন অস্তিত্ব নেই। লিটারেসি পর্বে যারা কাজ করেছে, পোস্ট লিটারেসি পর্যায়ে তাদেরই কাজ করার কথা থাকলেও গণশিক্ষায় অনভিজ্ঞ এনজিওকে কাজ দেয়া হয়েছে। ২য় পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু গবেষণা পরিষদ নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠনের নেতার এনজিও দুর্নীতির জন্য ডিএনএফপি'র কালো তালিকাভুক্ত থাকা সত্ত্বেও অবলীলায় দুই পর্যায়েই কাজ পেয়েছে। এই এনজিও'র কর্ণধার নেত্রকোনা ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত দু'টি নামসর্বস্ব দৈনিকের নামে বিগত আওয়ামী শাসনামলে বিপুল পরিমাণ ক্রোড়পত্র ও বিজ্ঞাপন হাতিয়ে নিয়েছে। বঙ্গবন্ধু গবেষণা পরিষদের এই ক্ষমতাধর ব্যক্তিটি বর্তমান সরকারের আমলেও বিশেষ ক্রোড়পত্র ও সরকারী বিজ্ঞাপন একই কায়দায় হাতিয়ে নিচ্ছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জেলা কর্মকর্তারা তার এনজিও'র বিরুদ্ধে যথাযথ রিপোর্ট দিতে গেলে তিনি তাদের উপর নাখোশ হয়ে তাদের হয়রানির অপচেষ্টা করেছেন বলে জানা যায়।

উল্লেখ্য যে, ৬৩৫ কোটি টাকার এই প্রকল্প নজিরবিহীন দুর্নীতির কারণে ভেস্তে যেতে বসেছে।